যায়যায়দিন

তারিখ 23 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

44 Report

প্রশাসন এখনো নির্বিকার

# বাজারে মাধ্যমিকের নকল বইয়ের ছড়াছড়ি

সাখীয়া খান

মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর নকল বইয়ে বাজার এখন সয়লাব। নকল বই রোধে সরকারের কড়া নির্দেশ থাকলেও এ ব্যাপারে নির্বিকার প্রশাসন। এসব নকল বই কিনে প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

২৪ নভেম্বর দৈনিক যায়যায়দিনে 'কেয়ারটেকার সরকারের আমলেও বাজারে চলছে নকল বই' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ প্রকাশের পর সরকার বিভিন্ন জেলায় নকল বই বন্ধ করতে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সরকারের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন এখনো নির্বিকার। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় বাজারে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকাশনীর নকল বই।

রাজধানীর নীলক্ষেত বই বাজার ছেয়ে আছে নকল বইয়ে। সরেজমিন দেখা গেছে, নীলক্ষেতে শতকরা ৯০ শতাংশ দোকানেই বিক্রি হচ্ছে পুরনো শিক্ষাবর্ষের প্রকাশিত বই। এসব পুরনো শিক্ষাবর্ষের বইগুলোর মলাট পাল্টে ২০০৮ শিক্ষা বর্ষের মলাট লাগিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। সরকার প্রকাশিত বইয়ের দামের সঙ্গে এসব নকল বইয়ের দামের কোনো পার্থক্য না থাকলেও আছে মানের পার্থক্য।

ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট বুক বোর্ডের (এনসিটিবি) মাধ্যমিকের বিভিন্ন বইয়ে গোলাপি বা হলুদ রঙের সিকিউরিটি পেপার থাকে। কিন্তু এখন এসব সিকিউরিটি পেপারও নকল করা হচ্ছে। গোলাপি এবং হলুদ রঙের নকল সিকিউরিটি পেপারসহ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে নকল বই। সরকার প্রকাশিত বইয়ের শুরু এবং শেষে যে পুস্তানি থাকে তার মান অনেক ভালো। আর নকল বইয়ের পুস্তানি এবং সাধারণ পৃষ্ঠার মান বেশ পৃ:১৫ >> কঃ ৭

## বাজারে মাধ্যমিকের নকল বইয়ের

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)*

খারাপ। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব না বুঝে নকল বই কিনে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, এসব পুরনো এবং নকল বইতে রয়েছে নানান ভুল তথ্য। ২০০৮ শিক্ষা বর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা, সমাজ বা পৌরনীতি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু পুরনো শিক্ষা বর্ষের বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো তথ্যের সংশোধন নেই। দোকানদার এবং অভিভাবকদের অনেকেই তথ্য সংশোধনের ব্যাপারটি জানেন না। আর এ কারণে তারা বিগত বছরের বই কিনে প্রতারিত হচ্ছেন।

নকল বই বন্ধে ডিসেম্বরে সারা দেশের জেলা প্রশাসকদের কাছে শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পৌছে। সেখানে বলা আছে, অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক নকল বই বাজারজাত করা হয়ে থাকে। এ কারণে একদিকে শিক্ষার্থীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি শিক্ষার অভীষ্ট মান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। নিম্নমানের বই বন্ধ করতে সেখানে দরকার হলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলা আছে। কিন্তু নকল বই বন্ধে এখনো তেমন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

নকল বইয়ের কারণে কেবল অভিভাবক বা শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা নয়। এ কারণে প্রতি বছর সরকার কোটি কোটি টাকাও হারাচ্ছে। কারণ প্রাইমারির বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হলেও মাধ্যমিকের বই বিক্রি হয়। এসব বইয়ে সরকার তথা বোর্ডের কোনো লোকসান নেই। কিন্তু নকল বইয়ের বিষয়ে সরকারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নকল বই বিক্রি করে ফায়দা লুটছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, বাংলাবাজারের কিছু প্রকাশনী একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এসব বই প্রকাশ করছে। চিহ্নিত এসব প্রকাশনীর বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন- এ প্রশ্ন একাধিক প্রকাশকের। তবে নকল বই প্রকাশকের সিন্ডিকেটটি প্রতি মাসে, স্থানীয় থানার পুলিশকে নির্দিষ্ট হারে মাসোহারা দেয় বলে যায়যায়দিনের কাছে অভিযোগ করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রকাশক।